বি·কে·প্রোডাকসন্সের নিবেদিত

নায়িকা সংবাদ

4.3.67.
Friday

নায়িকা সংবাদ

পরিচালনা ঃ অগ্রদূত

কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ প্রশান্ত দেব

চলচ্চিত্রায়ণ ঃ বিভূতি লাহা

শব্দানুলেখন ঃ যতীন দত্ত

শিল্প নির্দেশনা ঃ সত্যেন রায় চৌধুরী

রূপসজ্জা ঃ বসির আমেদ

চিত্র সম্পাদনা ঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা ঃ রমেশ সেনগুপ্ত ও পরেশ চক্রবর্তী

প্রধান কর্মসচিব ঃ পারিজাত বসু

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ হেমন্ত মুখার্জী

গীতরচনা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও মোহিনী চৌধুরী

শব্দ পুনর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ

নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে ঃ হেমন্ত মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী ও পূর্ণদাস বাউল

স্থিরচিত্র ঃ পিক্‌স্ ষ্টুডিও

প্রচার অঙ্কনে ঃ নির্মল রায়

প্রচারসহকারী ঃ বিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়

প্রচার পরিচালনা ঃ অমল সেন

—সহযোগিতায়—

পরিচালনায় ঃ দেবাংশু মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রায়ণে ঃ বৈদ্যনাথ বসাক, অশোক দাস শব্দানুলেখনে ঃ শৈলেন পাল

সঙ্গীতে ঃ বেলা মুখোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, নিখিল চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনায় ঃ রমেন ঘোষ দৃশ্য সজ্জায় ঃ জগবন্ধু সাউ, অনিল পাইন

রূপসজ্জায় ঃ বটু গাঙ্গুলী ব্যবস্থাপনায় ঃ সুবোধ দে, সুনীল দত্ত, রমেশ অধিকারী

আলোক নিয়ন্ত্রণে ঃ নারায়ণ চক্রবর্তী, হটো জানা, ধনেশ্বর শ্যামল, নবকিশোর বেউরা

নেপথ্য যন্ত্রসঙ্গীতে ঃ সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

পূর্ব রেলওয়ে, ওরিয়েন্ট সিনেমা, আনন্দ বাজার পত্রিকা।

রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে 'রীভস্' শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ।

আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ-এ পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা ঃ চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

॥ ভূমিকায় ॥

উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা গুপ্তা, জহর রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, সর্ভিন্দর শর্মা, আশীষ মুখোপাধ্যায়, সমর কুমার, পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, ববু দাস, অমর বিশ্বাস, পূর্ণদাস বাউল, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, গৌর শী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য ঘোষ, মাস্টার সতু, মানু, ভানু, সঞ্জয়, প্রেমরঞ্জন, অভিনব, শ্যামল, তারাপদ, সত্যেন, রঞ্জিত, রবীন, দিলীপ, শৈলেন, উষা দেবী, কমলা, জ্যোৎস্না বন্দোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

কাহিনী

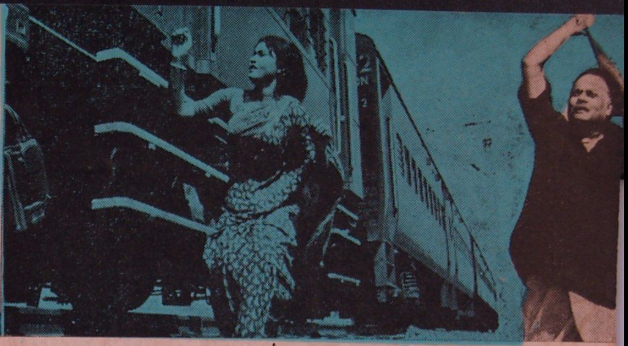

চলচ্চিত্রের বিখ্যাত এক নতুন নায়িকা। নায়িকার নাম ঃ উর্মিতা।

একদিন রাত্রে নিখোঁজ হ'লেন চলন্ত ট্রেন থেকে।

তিনদিন তিনরাত্রি তাঁর কোন সংবাদ নেই।

তারপর——

শহর থেকে অনেক দূরের ছোট্ট এক পাহাড়ী স্টেশন 'মৌরীয়া' থেকে

নবীন এক স্টেশন মাস্টার অলক

টরে টক্কায় প্রথম পৌঁছে দিলেন ঃ

●

নায়িকা সংবাদ

●

"......আমি অলক। করি স্টেশনমাস্টারী, লিখি কবিতা। থাকি রেল কোয়ার্টারে। মধু আমার পয়েন্টস্‌ম্যান। বিয়ে থা করিনি। একা মানুষ। মধুই আমার সবকিছু ক'রে ক'র্মে দেয়। প্রবাস জীবনে পর হ'য়েও আমার পরম আপন লাহিড়ীদা ও লাহিড়ী-বৌদি। লাহিড়ীদা টিম্বার মার্চেন্ট। জীপ আছে, সুন্দর একটি বাংলো আছে। স্বামী-স্ত্রী দুটি মানুষের পরিবার। দুজনেই খুব হাসিখুশি আমুদে লোক। দুজনেই খুব ভালবাসেন আমাকে। আমিও দাদা-বৌদি দুজনকেই খুব ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।

একটি আপ একটি ডাউন — দু'বেলা এই দুটি মাত্র ট্রেন দয়া ক'রে একটু দাঁড়ায় এই পাণ্ডববর্জিত মৌরীয়া স্টেশনে। আমি ও আমার 'সবেধন' মধু সকালে বিকেলে এই দুটি মাত্র ট্রেনের হাজিরা নিয়ে আসি। বাসায় ফিরে আমি কবিতা লিখি, গান গাই; মধু এটা-সেটা ফাই ফরমাস খাটে। কবিতা আমি রাত্রি জেগেও লিখি। বিশেষ ক'রে চাঁদনী রাতে অথবা মেঘ থমথম্ বৃষ্টির রাতে।

সেদিন ছিল বৃষ্টির রাত। গভীর রাতে ভিজে-জবজব সুন্দরী এক তরুণী এসে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ছেন। অন্ধকারে কোথায় যেন একলা যাচ্ছিলেন, পথ

হারিয়েছেন, জুতো ছিঁড়েছেন, পা কেটেছেন ; এখন বৃষ্টির রাতটা আমার ঘরে ছাড়া কোথায় আর কাটাবেন ? ভদ্রতার খাতিরে সম্পূর্ণ অপরিচিতা হ'লেও আশ্রয় তাকে দিতেই হ'লো। একখানি মাত্র শোবার ঘর। আরেকখানি একফালি রান্নাঘর : আরশোলায় ভর্তি, মনুষ্য-বাসের অযোগ্য। অগত্যা একই ঘরে একটি মাত্র লণ্ঠন সাক্ষী ক'রে, মাঝখানে শুধু একটা কাপড়চোপড়ের আলনার আবডাল টেনে তক্তপোষে একটি অবিবাহিতা যুবতী এবং মেঝেতে একটি অবিবাহিত যুবক দুজনে আমরা অতিকষ্টে পরস্পরের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন হ'লাম।

উনি কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন জানিনা, আমাকে যখন উনি গভীর ঘুম থেকে ডেকে তুললেন তখন চতুর্দিক রৌদ্রে ভ'রে গেছে আর জেগেই শুনলাম ভোর না হ'তেই উনি একটি কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধিয়ে বসেছেন। মধু আমার পয়েন্টস্‌ম্যান, প্রতিদিন সকালে আমার দুধ আনে। উনি ভেবেছেন গয়লা। সদর খুলে দুধ নিতে গেছেন। মধুও তাকে দেখেই আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উনি তার 'বৌদিমণি' অর্থাৎ কিনা আমার নতুন বৌ আন্দাজ ক'রে একদৌড়ে ছুটে গেছে লাহিড়ী বাড়ীতে—আমার সুন্দরী গৃহিনীর শুভাগমনের শুভখবরটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে !

ব্যস্‌! আর যাই কোথায় ? একটা কিছু ভেবেচিন্তে বুদ্ধি ঠিক ক'রবার আগেই সশরীরে এবং সস্ত্রীক লাহিড়ীদার আবির্ভাব! ভাগিস আমার একরাত্রির গৃহ-সংগিনী বেশ বুদ্ধিমতী। বেগতিক দেখে নিজেই তিনি ঘোমটা-দেয়া-বৌটি সেজে দাদাবৌদির পায়ের ধুলো নিয়ে শ্রীমতী গীতা নামে নিজের আত্মপরিচয় দিলেন।

সে-অবস্থায় ঘটনাটা বেশ মানিয়ে গেল বটে। কিন্তু তারপরের দুটি দিন দুটি রাত্রি স্বামী-স্ত্রী সেজে দুজনের সংগে দুজনের মানিয়ে চলা যে কী অদ্ভুত অপ্রস্তুত কাণ্ড সে আর কী ব'লবো ! ঘটনার প্রবাহ যে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, সামান্য একটু 'বৌ-বৌ' খেলা যে কী ক'রে আমার বরাতে বিরাট এক সাতকাণ্ড রামায়ণের মতো ঘোরালো হ'য়ে উঠলো সেকথা আপনারা স্বচক্ষে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস ক'রবেন না। রূপালী চাঁদের বাঁধভাঙা হাসির জোয়ার, সোনাঝরা মিষ্টি সকালের মিষ্টি গান ইত্যাদি অনেক অনেক রোমান্টিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে দুটি হৃদয় যখন আনন্দের মেলায় দিশেহারা হ'য়ে আকাশজুড়ে রঙিন রঙিন কল্পনার ফানুস উড়িয়ে দিয়েছে তার পরেই এল সংবাপত্র-খরিত-করা এমন একটি বিশেষ সংবাদ—

—যে-সংবাদের আঘাত-প্রতিঘাতে, ব্যথায়-আনন্দে, কথায় গানে প্রতিটি হৃদয়কেই হয়তো উদ্বেল ক'রে তুলবে এই "নায়িকা-সংবাদ"—

—যার সুরু থেকে শেষ সবটুকু নিজের চোখে দেখবার জন্যেই সকলকে সাদরে আহ্বান জানাচ্ছি।..."

এবং

● নায়িকা সংবাদ ●

ছবির

গানগুলি

শুনুন :

• "কলম্বিয়া" গ্রামোফোন রেকর্ডে •

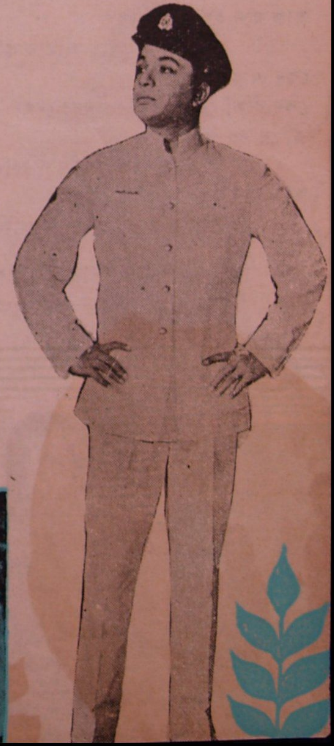

সঙ্গীত

(১)

॥ কেন এ হৃদয় চঞ্চল হোলো ॥

কেন এ হৃদয়   চঞ্চল হ'ল
কে যেন ডাকে বারে বারে !
        কেন বলো কেন ?
আমি ফুল দেখেছি
        ফুল ফুটতে কখনো দেখিনি ;
আজ মনে হয় এই শিহরণ
        এই বুঝি ফুটছে আমার কলি ।
কেন এ কণ্ঠে এল গান
কেন বলো কেন ? এ এক মধুর নেশা যেন !
কী যে সুর শুনেছি
        সুর ভুলতে এখনও পারিনি ।
আজ মনে হয় গান হ'য়ে মোর
        তাই বুঝি ফুটছে কথার কলি ॥

কথা—মোহিনী চৌধুরী
শিল্পী—সন্ধ্যা মুখার্জী

(২)

॥ এই পূর্ণিমা রাত ॥

এই পূর্ণিমা রাত
    কিছু সুর কিছুটা আবেশ
        একি সুরু না শেষ !
কেন জানিনা যে
    মন আজ বাঁশি হ'য়ে বাজে ?
    ভুলে যেতে চাই তবু থাকে কেন রেশ ॥
বোঝানোর নেই কোন ভাষা
    ভুলকে যে ভুলে ভালবাসা ।
সবই ভাল লাগে
    তবু ফাগুনে শ্রাবণ কি জাগে ?
    ভরে মেঘছায় যেন নয়ন নিমেষ ॥

কথা—গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী—হেমন্ত মুখার্জী

(৩)

॥ কী মিষ্টি দেখ মিষ্টি এ সকাল ॥

কী মিষ্টি, দেখ মিষ্টি, কী মিষ্টি এ সকাল !
        সোনা ঝরছে
    ঝরে পড়ছে— কী মিষ্টি এ সকাল ॥
নীল পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
    আলোর আভায় লাল হয়েছে—
        মিষ্টি এ সকাল ॥
সুর-ঝর্ণা মানা মানে না,
    ডানা মেলে যায় উড়ে ময়না,
মন-পবনের দোলা লাগছে—
        কী মিষ্টি এ সকাল ॥
আমি শুনছি, শুধু শুনছি
    কানে মোহনের বাঁশি শুনছি !
প্রেম যমুনার তীরে বসে বসে
        মিলনের দিন গুনছি ।
মন-ভোমরা কেন গায়না ?
    মন যারে চায় কেন পায়না ?
দূরে দুরন্ত মোরে ডাকছে—কী মিষ্টি এ সকাল ॥

কথা—মোহিনী চৌধুরী
শিল্পী—সন্ধ্যা মুখার্জী

(৪)

॥ গোলেমালে গোলেমালে পীরিত কোরো না ॥

ঠিক রেখ ভাই, পীরিত কোরো না
গোলেমালে গোলমালে পীরিত কোরনা
পীরিত করেছ কি ছেড় না ।
    পীরিতি কাঁঠালের আঁটা
    লাগলে পরে ছাড়বে না ॥
এক পীরিতে শিব শ্মশান বাসী,
    আর এক পীরিতে গোরা হল
        নদের নিমাই সন্ন্যাসী ॥
গীত গোবিন্দ পদ্মাবতী এরাই কেবল কয়জনা ।
ও যেমন চিটে গুড়ে পিঁপড়ে পড়লে
পিঁপড়ে নড়তে চড়তে পারে না,
এক ব্রাহ্মণের ছেলে   এমনি বিটকেলে
পীরিত করে ধোবার মেয়ের
    পা ধুয়ে জল খেলে
পীরিতির জাতির বিচার করতে গেলে
    মিলবে না চাঁদের কণা ॥
শিল্পী—পূর্ণদাস বাউল ও সম্প্রদায়

(৫)

॥ আজ চঞ্চল মন যদি   মৌমাছি হ'তে চায়

আজ চঞ্চল মন যদি মৌমাছি হ'তে চায়, ক্ষতি কি
গুন গুন সুরে যদি সারারাত গান গায়,   ক্ষতি কি
সেই সুরে ফোটে ফুল ফুটুক না !
        সেই গানে ওঠে চাঁদ উঠুক না
যদি স্বপ্নে এ দুটি আঁখি ভরে যেতে চায়, ক্ষতি কি
এই রাতে জোনাকি যত জ্বলুক না !
        সেই সাথে হাওয়া কথা বলুক না
এই মন যদি মন থেকে আজ ছুটি পায়, ক্ষতি কি

কথা—গৌরী প্রসন্ন মজুমদা
শিল্পী—সন্ধ্যা মুখা

বি·কে·প্রোডাকসন্সের আগামী নিবেদন

সৌমিত্র·অঞ্জনা
অনিল
অভিনীত

মহাশ্বেতা

কাহিনী·জরাসন্ধ
পরিচালনা·পিনাকী মুখার্জী
সংগীত·রাজেন সরকার

পরিবেশক চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ★ ★ ★ ★

ছবির ব্লক : চিত্রনিকেতন।
মুদ্রণ : লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১৩